"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

২য় অনুরোধপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
অডিট শাখা
www.tmed.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.০০৩.১৭- ৫৬০

তারিখঃ ১৪ কার্তিক ১৪২৫ / ২৯ অক্টোবর ২০১৮

বিষয়ঃ ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন শোল্টাহরি আলিয়া মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোছা: জোসনা বেগম-এর এমপিওভুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধপত্র প্রেরণ সত্ত্বেও অস্পষ্ট Vague এবং দায়সারা গোছের জবাব প্রেরণের কারণ ব্যাখ্যাকরণ।

সূত্রঃ ১। এ বিভাগের স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০১.০২৭.১৮-১৫৩; তারিখ: ২০/০৫/২০১৮খ্রি.।
২। মাউশি-এর স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.২০৮.০৪.১৮-৯১৩; তারিখ: ০৭/০৮/২০১৮খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে বর্ণিত ১নং স্মারকের মাধ্যমে বিষয়ে বর্ণিত মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার)জনাব মোছা: জোসনা বেগম-এর কম্পিউটার সনদটি জাল হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে উক্ত শিক্ষক-কে এমপিওভুক্ত **করা হয়েছে,** সে বিষয়ে মহোদয়ের সুস্পষ্ট মতামতের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

০২। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সূত্রে বর্ণিত ২সং স্মারকের মাধ্যমে মহোদয় কর্তৃক যে মতামত দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ:

"ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন শোল্টাহরি আলিয়া মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোছা: জোসনা বেগমকে **জানু**/২০০৪ থেকে এমপিওভূক্ত করা হয়। কম্পিউটার সনদ জাল হওয়ায় তার এমপিও প্রাপ্তি সঠিক ছিল না। তিনি কিভাবে এমপিএভুক্ত হয়েছেন সে বিষয়ে ইএমআইএস সেলের বক্তব্য হলো:- বর্ণিত শিক্ষক কিভাবে এমপিওভুক্ত হয়েছেন তার তথ্য সার্ভারে নেই এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় পুরাতন সিট অনেক চেষ্টা করেও খুজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া তৎকালীন সার্ভার বর্তমানে বিকল অবস্থায় আছে এবং তৎকালীন সার্ভারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বর্তমানে ইএমআইএস সেলে কর্মরত নেই"।

০৩। তাছাড়া মহোদয় কর্তৃক প্রেরিত পত্রে (২নং স্মারকে) আরও উল্লেখ আছে:
"উল্লেখ্য,২০০৬ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও কার্যক্রম নথিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এর পূর্বে সিটের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হতো"।

০৪। মহোদয় কর্তৃক প্রেরিত পত্রের (২নং স্মারকে) শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে:
"উক্ত শিক্ষকের কম্পিউটার সনদ জাল হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিভাবে এমপিওভুক্ত হয়েছিলেন এবং একাজে কারা সম্পৃক্ত ছিলেন সেটি নির্ধারণ করা যাচ্ছে না"।

০৫। মহোদয় কর্তৃক উদ্ধৃত তথ্য হতে এটা স্পষ্ট যে, সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোছা: জোসনা বেগম-এর কম্পিউটার সংক্রান্ত সনদটি জাল হওয়া সত্ত্বেও বেআইনিভাবে তাঁকে (জনাব মোছা: জোসনা বেগম) এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

০৬। উপরিক্ত তথ্য হতে এটাও স্পষ্ট যে, সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোছা: জোসনা বেগম-এর এমপিওভুক্তির কার্যক্রমটি বেআইনিভাবে মহোদয়ের দপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে।

০৭। যেহেতু উক্ত বেআইনি কাজটি মহোদয়ের দপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এর সাথে বিপুল পরিমান অর্থ জড়িত রয়েছে, সর্বপরি এমপিও সংক্রান্ত সকল তথ্য এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার তথ্যও মহোদয়ের দপ্তরে সংরক্ষিত আছে সেহেতু এ কাজে কারা সম্পৃক্ত ছিলেন সেটা নির্ধারণ করার দাপ্তরিক ও নৈতিক দায়িত্ব মহোদয়ের।

০৮। এমতাবস্থায়, বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) মোছা: জোসনা বেগম-এর নাম এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে কোন কোন কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন (নাম, পদবী ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখক্রমে হালনাগাদ তথ্যসহ) তাঁদের তালিকা এবং সহকারী শিক্ষক জনাব মোছা: জোসনা বেগম কর্তৃক বেআইনিভাবে উত্তোলিত অর্থ উদ্ধারে কি কি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এ সংক্রান্ত তথ্য (প্রমাণকসহ) আমাগী ১৪/১১/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে ২য় বার অনুরোধ করা হলো।

২৯.১০.১৮

(নূরজাহান বেগম)
সহকারী সচিব (অডিট)
ফোনঃ ৯৫৭৫২৭২
audittmed@gmail.com

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):
১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. প্রোগ্রামার,টিএমইডি,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা(পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪. অফিস কপি/মাস্টার কপি।